গাংনীতে অতিরিক্ত দামে রাসায়নিক সার বিক্রির অভিযোগ

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অনৈতিক যোগসাজসে সার বিক্রিতে ব্যাপক অনিয়ম ও দূর্নীতির অভিযোগে তুলে জেলা প্রশাসক বরাবর তদন্তের আবেদন করেছেন বাংলাদেশ কৃষক লীগের সাহারবাটি ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মো: মনিরুল ইসলাম।

অভিযোগে সাহারবাটি, কাজিপুর, ধানখোলা, বামন্দীসহ বিভিন্ন এলাকায় এই অনিয়ম ও দূর্নীতির অভিযোগের কথা বলা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগে বলা হয়, বর্তমানে মাঠের ফসল পাকা ও কর্তন অবস্থায় বিরাজমান। যার কারনে ডিলারদের গুদামে পূর্ব মূল্যের রাসায়নিক সার পর্যপ্ত পরিমাণ মজুদ রয়েছে। বিগত ১০ এপ্রিল থেকে সরকার সকল রাসায়নিক সারের মুল্য বৃদ্ধি করেছে। যার কারনে ১০ এপ্রিল মাসের মজুদকৃত পূর্ব মূল্যের সার আউশ ও পাট আবাদে এলাকার কৃষকদের পাওয়ার কথা। সূত্র মতে, ১০ এপ্রিল এর পূর্বের সার বামন্দী বাজারের মেসার্স গোল্ডেন এন্টারপ্রাইজের প্রোপাইটার জেনিস ফারজানা তানিয়ার গুদামে ইউরিয়া ৫ হাজার বস্তা, টিএসপি সাড়ে ৪ হাজার বস্তা, ডিএপি সাড়ে ৫ হাজার বস্তা, এমওপি ৩ হাজার ৬০০ বস্তা মজুদ ছিল।

গাংনীর গাঁড়াডোব বাজারের মেসার্স এনআর এন্টারপ্রাইজ প্রোপাইটার এনামুল হোসেনের গুদামে ইউরিয়া ৪ হাজার ৮০০ বস্তা, টিএসপি ৪ হাজার ৬০০ বস্তা, ডিএপি ৩ হাজার ২ শ বস্তা, এমওপি ৪ হাজার ৯০০ বস্তা, মজুদ ছিল, বামন্দী বাজারের মেসার্স ইসলাম এন্টারপ্রাপ্রাইজ যার প্রোপাইটার নুরুল ইসলামের গুদামে ইউরিয়া ৬ হাজার ২০০ বস্তা, টিএসপি ৪ হাজার ৭০০ বস্তা, ডিএপি ৩ হাজার ২০০ বস্তা, এমওপি ৩ হাজার ৩০০ বস্তা, মজুদ ছিল। বামন্দী বাজারের মেসার্স জামান ট্রেডার্স যার প্রোপাইটার আল আমিন (দায়ীত্বপ্রাপ্ত)গুদামে ইউরিয়া ৮ হাজার বস্তা, টিএসপি ৭ হাজার ৪০০ বস্তা, ডিএপি ২ হাজার ৫০০ বস্তা, এমওপি ৫ হাজার বস্তা মজুদ ছিল।

অভিযোগে আরো বলা হয়েছে, সারের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে অসাধু কৃষি কর্মকর্তা মো: আব্দুর রউফ এসব সার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে

মোটা অংকের মাসোহারা নিয়ে সারের মজুদকম দেখিয়ে উল্লেখিত মজুদকৃত সার কৃষকদের মাঝে প্রতি কেজি ২৭ টাকা দরে বিক্রি করাচ্ছেন। কৃষকদের কাছ থেকে বর্ধিত মূল্যে প্রতি কেজিতে ৫ টাকা বেশি দরে ১১ এপ্রিল ২০২৩ থেকেই বিক্রি করে আসছে। এই সার বিক্রির সময় রেজিস্ট্রারে কৃষকদের নামের তালিকা নাম মোবাইল গ্রাম সব সংরক্ষন করার কথা। কিন্তু সার বিক্রিতে কোনো রকম রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করা হয়নি। কৃষকরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে রশিদ চাইলেও রশিদ দিচ্ছেনা। বরং কৃষকদের সাথে অসাদাচারণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দায়িত্বপ্র্প্তা ডিলারদের নিজ নিজ ইউনিয়নের গুদাম ঘর থেকে কৃষকদের মাঝে সার বিক্রির বিধান থাকলেও উপজেলা শহর ও বামন্দী থেকে তারা সার বিতরন করে থাকেন। এতে কৃষকরা চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়। কিছু অসাধু কর্মকর্তার সহযোগীতার কারনে তারা সব সময় ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকেন।

এদিকে জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পর জেলা প্রশাসক উপপরিচালক (ডিডি) কৃষি বিভাগকে তদন্ত করার জন্য চিঠি দেন। পরে জেলা প্রশাসক বরাবর আবারো আবেদন করেন কৃষক লীগ নেতা মনিরুল ইসলাম। সঠিক তদন্ত না হওয়ার আশংকায় তিনি জেলা প্রশাসনের কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে তদন্তের অনুরোধ জানান।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আব্দুর রউফ বলেন, আমি গাংনীতে প্রায় দুই বছর চাকুরী করছি। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে সেটা ভিত্তিহীন। তিনি সার ডিলারদের সরাসরি পক্ষ নিয়ে বলেন, এপ্রিল মাসের যে সার ডিলারদের কাছে মজুদ ছিল সেগুলো তারা নিয়ম মেনে রেজিস্ট্রার খাতা মেইনটেন করেই বিক্রি করেছেন। সারের ডিলাররা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলোতে না বিক্রি করে উপজেলা পর্যায়ে বা বামন্দীতে সার বিক্রি করেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা ২০০৯ সালের আগে ছিল। আমাদের রেজিস্ট্রেশনকৃত প্রতিটি ইউনিয়নে একজন করে সারের ডিলার রয়েছে। এখন তারা প্রতিটি ইউনিয়নে যেখানে সার বিক্রি করার কথা সেখানেই সার বিক্রি করেন। আবার উপজেলা পর্যায়ে বা বামন্দীর মত স্থানে তাদের একাধিক দোকান রয়েছে।

গাংনীতে লোডশেডিং ও দাবদাহে বিপাকে কৃষক

গাংনীতে ফসল উৎপাদন নিয়ে বেশ বিপাকে কৃষকেরা। একদিকে মাঠভর্তি আউশ মৌসুমের ধান, পাট সহ বিভিন্ন ফসল প্রচণ্ড দাবদাহের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, আরেকদিকে লোডশেডিংয়ে ফসল রক্ষা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন কৃষকেরা। তীব্র লোডশেডিংয়ে বিদ্যুচ্চালিত গভীর নলকূপগুলো বন্ধ থাকায় জমিতে সেচ দেওয়া যাচ্ছে না। যা নিয়ে কৃষকদের হাতাশা ও দুর্ভোগের শেষ নেই।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, চলতি আউশ মৌসুমে উপজেলায় ৬ হাজার ৪’শ হেক্টর জমিতে ধান রোপণ করা হয়েছে এবং প্রায় ১১ হাজার হেক্টর জমিতে পাট ফসলের চাষাবাদ করা হয়েছে। এছাড়াও মরিচ, বেগুন সহ বেশ কয়েকটি ফসল কয়েক হাজার হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা হচ্ছে।

তীব্র ভ্যাপসা গরম ও উপর বৃষ্টি না থাকা সহ বিদ্যুৎয়ের লোডশেডিংয়ে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পাশাপাশি মাঠের ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। গাংনী উপজেলার অধিকাংশ মাঠে বিদ্যুচ্চালিত গভীর নলকূপ সেচ কাজে কৃষকদের একমাত্র ভরসা। পৌর এলাকায় ২৪ ঘন্টায় ১২-১৪ ঘন্টা লোডশেডিং হলেও গ্রামঞ্চলে লোডশেডিংয়ের মাত্রা অতিরিক্ত বেশি। ২৪ ঘন্টায় গ্রামঞ্চলে বিদ্যুৎ থাকছে ৫-৬ ঘন্টার মতো। তাও আবার ছিন্নভিন্ন ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে গ্রাম এলাকায়।

উপজেলার কাজিপুর গ্রামের কৃষক মিকাইল হোসেন বলেন, ‘২ বিঘা ধান লাগিয়েছি ১৫ দিন হচ্ছে। এই কয়দিনে ধানের জমিতে সেচ দিয়েছি ৩দিন। আমিতো তাও ৩দিন পেয়েছি অনেক চাষি সেচ দিয়ে ধান লাগানোর পর আর সেচ পায়নি। কারেন্ট এই আসছে তো এই চলে যাচ্ছে এরকম অবস্থায় চলছে।’

হাড়াভাঙ্গা গ্রামের কৃষক জিল্লুর রহমান বলেন, ‘রোদ গরমে জমিতে পাট সব শুকিয়ে যাচ্ছে। সেচ দেওয়া প্রয়োজন কিন্তু যারা ধান লাগিয়েছে তাঁরাই এখনো সেচ পায়নি। আমরা কি করে এর মধ্যে পাটে পানি দেওয়ার জন্য ভীড় জামাবো! লোডশেডিং ঝামেলা না হলে কোন সমস্যায় ছিলো না।

বালিয়াঘাট গ্রামের কৃষক বাদল হোসেন বলেন, ‘কয়েক বিঘা জমিতে মরিচ লাগিয়ে এখন পানি দরকার কিন্তু বিদ্যুৎচ্চালিত মোটর অকেজো হয়ে যায় বিদ্যুৎ না থাকায়। আমার জমিতে সেচ দিতে পারলে গাছে দ্রুত মরিচ দাঁড়াত কিন্তু কিছুই হচ্ছে না।’

হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আরেক কৃষক শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘ধান, পাট, মরিচ, লাগানো ঘাস সহ সবকিছুর সেচ দরকার। এখন অধিকাংশ জমি মোটরের সেচের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু লোডশেডিং হওয়ায় কৃষকদের খুব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।’

গাংনী উপজেলা সেচ কমিটির সভাপতি মো: হারুন অর রশীদ বলেন, ‘লোডশেডিংয়ে বিদ্যুচ্চালিত গভীর নলকূপ চালাতে বেশ হিমশিম খেতে হচ্ছে নলকূপ মালিকপক্ষকে। কৃষকদের অভিযোগের শেষ নেই। যেহেতু লোডশেডিং সারাদেশে একযোগে হচ্ছে সেজন্য অপেক্ষা করতে হবে এ সমস্যা সমাধানের জন্য। তবে পৌর এলাকা আর গ্রাম এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে কতৃপক্ষ রীতিমতো ছলচাতুরী করছে; এটা উচিত না।’

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসেন বলেন, দাবদাহের সাথে লোডশেডিং দুটোর ফলে মাঠের অনেক ফসলের সেচ ও উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। তবে আমরা আশা করি দ্রুত এ সমস্যার সমাধান হবে।

গাংনীতে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদ্বোধন

গাংনীতে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ২০২৩ উদ্ধোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আয়োজিত পুষ্টি সপ্তাহের উদ্বোধনী

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধান সহকারী আসাদুল ইসলাম লিটনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সু প্রভা রানী, আরএমও আব্দুল্লাহ আল মারুফ প্রমুখ।

এসময় উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন অফিসের অফিস কর্মকর্তা, স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মোস্তফা (৩০) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (৭ই জুন) বিকেল ৪ টার দিকে করমদি গ্রামের বিলপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোস্তফা ওই গ্রামের আজগর আলীর ছেলে। এসময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরুতর আহত হয়েছে আরেক শ্রমিক করমদি বিলপাড়ার মৃত ছহিউদ্দিনের ছেলে আব্দুল হালিম (২৬)।

স্থানীয় ইউপি (তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন) সদস্য তৌহিদুল ইসলাম জানান, মোস্তফা বুধবার (৭ জুন) বিকেলের দিকে উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি গ্রামের গোলজার হোসেনের ছেলে উলজার হোসেন এর বাড়ির টিনের বেড়া বাঁধাইয়ের কাজ করছিল। এ সময় অসাবধানতায় টিনে বিদ্যুতায়িত হয়ে মোস্তফা ও হালিম ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে স্থানীয় করমদি গ্রামের সন্ধানী সংস্থা হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নুর আলম খাঁ মোস্তফাকে মৃত ঘোষণা করেন এবং সহযোগী আব্দুল হালিমকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, বিদ্যুতায়িত হয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি, ঘটনাস্থলে

গাংনীতে গোরস্থানের ছাদ ভেঙ্গে বুকে পড়ে কলেজ ছাত্র নিহত

গোরস্থানের ছাঁদে ঝুলনে ঝুলে ব্যায়াম করার সময় ছাদ ভেঙ্গে চাপা পড়ে জয় আহমেদ (১৮) নামের এক কলেজ ছাত্র মারা গেছে।

নিহত জয় গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের এইচ,এস,সির প্রথম বর্ষের ছাত্র ও উপজেলার দেবীপুর গ্রামের শাহজাহান আলীর ছেলে।
গতকাল শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে। বামন্দী ইউনিয়নের দেবিপুর গ্রামের মেম্বর হিরোক হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে গতকাল শনিবার (৩ জুন) সন্ধ্যায় তার অপর বন্ধুদের সাথে বাড়ি ফেরার পথ দেবীপুর গোরস্তানের গেইটের ছাঁদে ঝোলানো ঝুলনে ঝুল দিতে গেলে ছাদ ভেঙ্গে বুকের উপর পড়ে। তাকে সাথে সাথে উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর একটি বেসরকারি ক্লিনিকে। ও সেখান থেকে রাতেই কুষ্টিয়া মেডিকেলে নিলে কতর্ব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আজ রবিবার সকাল ১০ টার দিকে জয়ের নামাযে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনীতে বাবার কবর নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব; আহত-৩

বাবার কবর নিজ সীমানায় রাখতে দুই ভায়ের মধ্যে বিরোধের জের ধরে একই পরিবারের তিন জনকে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে প্রতিপক্ষরা।

আজ রবিবার (৪ জুন) দুপুরের দিকে এই ঘটনা ঘটেছে গাংনী উপজেলার ব্রজপুর গ্রামে।

আহতরা হলেন, আব্দুল জলিল (৬৫) স্ত্রী পারুলা খাতুন (৫৭) ও ছেলে পারভেজ হোসেন (৩০)। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

আহত পারভেজ জানান, দাদা ও দাদীর কবর আমাদের জমির মধ্যে আছে। আমার চাচা দাদা দাদীর কবরটি নিজেদের দখলে নিতে চাই। আমরা দাদা ও দাদীর কবরটি আমাদের ভাগে রেখে তাদের অন্য জমি দিতে চাইলে তারাও কবর তাদের মধ্যে রাখতে চাই। এনিয়ে চাচা আহারুলের সাথে আমার বাবা আব্দুল জলিলের বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে আমার চাচা আহারুল ও তার ছেলে রিপন হোসেন আমার উপর হামলা চালায়। তারা ইট ও কোদাল দিয়ে আমাদের তিনজনকে মারধর করে চলে যায়।
এঘটনায় মামলা করা হবে বলে জানান তিনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সরের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎক ফারুক হোসেন জানান, আহত আব্দুল জলিলের মাথায় সেলাই হয়েছে এবং বাকীদের শরীরে ফোলা জখম হয়েছে। তাদের ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

গাংনীতে পুলিশ কনস্টেবলের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী থানার এলাঙ্গী ক্যাম্পের কনস্টেবল আবু সাহেদ
(২৫) এর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

আবু সাহেদ কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার আদাবাড়িয়া গ্রামের বজলুর রহমানের ছেলে। সে গাংনী থানার এলাঙ্গী পুলিশ ক্যাম্পে কর্মরত ছিলেন। তার কনেস্টাবল নং ৭১৬।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ৮ টার সময় তার কক্ষ থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

গাংনী থানার ওসি আব্দির রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এলাঙ্গী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই সুফল কুমার বলেন, রাতে নাইট ডিউটি শেষে তার কক্ষে যায় কনস্টেবল আবু সাহেদ। কিছুক্ষণ পর এক কনস্টেবল খবর দেন সাহেদের মুখে দিয়ে ফ্যাপড়ানি জাতীয় বের হচ্ছে। পরে সেখানে গিয়ে তার হাত পা নেড়ে দেখি শরীর ঠান্ডা শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ। ওসি স্যারের সাথে যোগাযোগ করলে তখনি হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা.আব্দুল্লাহ আল মারুফ বলেন মনে হচ্ছে কেমিকেল জাতীয় কিছু খেয়েছে। তবে, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

গাংনীতে র্যাবের উপরে হামলা; ৫ জনের নামে দু’টি মামলা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে র্যাবের অভিযান চলাকালিন সময়ে সরকারি কাজে বাধা দান, উপপরিদর্শক উত্তম কুমার রায়কে উপুর্যপরি কুপিয়ে জখম ও ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় পৃথক দুটি মামলা রুজ্জু হয়েছে।

র্যাব-১২ এর পক্ষ থেকে এজাহার নামীয় ৫ ও অজ্ঞাতনামা আরও ৪/৫ জনকে আসামি করে মামলা দুটি দায়ের করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এজাহার নামীয় আসামিরা হলেন, গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা সেন্টারপাড়া এলাকার হামিদুল ইসলামের ছেলে মোঃ আবু সাইদ ওরফে সুইট(৩০), মৃতু নুর আহম্মেদের ছেলে মোঃ হামিদুল ইসলাম (৫৫), কালু হোসেনের ছেলে সুজন(৩০), রুহুল আমীনের ছেলে মো: ভুট্টো(২৮) ও সহড়াতলা গ্রামের বর্ডারপাড়া এলাকা সাধু হোসেনের

ছেলে মিলন(২৫)। আরও অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জন মাদক ব্যবসায়ীকে আসামি করা হয়েছে।

এদিকে র্যাব-১২, সিপিসি মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডারের পক্ষ থেকে আজ দুপুরে একটি প্রেস নোট পাঠানো হয়েছে।

র্যাব-১২ সিপিসি মেহেরপুর কমান্ডার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ গোলাম ফারুক স্বাক্ষরিত প্রেসনোট থেকে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার (৩০ মে) বিকাল ৩টা ৫০ মিনিটের সময় র্যাবের একটি আভিযানিক দল গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসা- কালিতলা কল্যানপুরগামী ইটের সলিং রাস্তার হাড়াভাঙ্গা (বাগানপাড়া) একটি কলা বাগানের মধ্যে অভিযান চালান। এসময় র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে সুইট তার পিতা হামিদুল, সুজন, ভূট্টো, মিলনসহ অন্যান্যরা পালিয়ে যায়। এসময় সুইটকে তাড়া করলে সে পালানোর চেষ্টা করে। সুইট’কে ধৃত করার প্রাক্কালে তার বাম হাত থেকে মাদকদ্রব্য ফেন্সিডিল থাকার একটি বস্তা ফেলে দিয়ে তার ডান হাতে থাকা ধারালো হাসুয়া দিয়ে এসআই(নিঃ)/উত্তম কুমার রায়’কে লক্ষ্য করে উপর্যুপরি মাথা ও ঘাড়ে আঘাত করে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে।

এসময় এসআই উত্তম কুমার রায় তার নামে ইস্যুকৃত পিস্তল দিয়ে ৩ রাউন্ড গুলি এবং তার সঙ্গীয় কনস্টেবল কৃষ্ণ চন্দ্র’র নামে ইস্যুকৃত পিস্তল দিয়ে নিজেদের আত্মরক্ষা ও সরকারি অস্ত্র গুলি রক্ষার জন্য ৭ রাউন্ড গুলি করেন। এসময় আসামীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং আসামী মোঃ আবু সাইদ ওরফে সুইট হাতে পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়লে তাকে আটক করা হয়।

আটকের পর জখমী এসআই(নিঃ)/উত্তম কুমার রায়’কে চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে এবং গুলিবিদ্ধ আসামী মোঃ আবু সাইদ সুইট’কে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ডাক্তারের পরামর্শে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। আসামি আবু সাইদ সুইটের দখলে থাকা ৬৮ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে। এসময় হামলা করার কাজে ব্যবহৃত রক্তমাখা ধারালো হাসুয়া উদ্ধার করে ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হয়।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে মাদক ব্যবসায়ীর হামলায় র্যাব কর্মকর্তা জখম: গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হামলাকারী আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে মাদক ব্যবসায়ীর হাসুয়ার কোপে র্যাবের এসআই আহত। অপরদিকে র্যাবের গুলিতে হামলাকারী মাদক ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ হয়েছে। র্যাব এ ঘটনায় ৫৭ বোতল ফেনি্সিডিলও উদ্ধার করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল পৌণে ৪ টার দিকে হাড়াভাঙ্গা গ্রামের বাগানপাড়ার মাঠ নামক স্থানে এই ঘটনা ঘটে।

আহত র্যাবের এসআই উত্তম কুমার র্যাব-১২ সিপিসি মেহেরপুর ক্যাম্পে কর্মরত এবং আহত হামলাকারী আনোয়ার হোসেন সুইট হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে। সে দেড় বছর আগে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরেছেন।

স্থানীয়রা জানান, বিকেল পৌনে ৪ টার দিকে র্যাব-১২, সিপিসি মেহেরপুর ক্যাম্পের একটি টিম এসআই উত্তম কুমারের নেতৃত্বে বাগানপাড়া এলাকার ভিটের মাঠে অভিযান চালায়। এসময় সুইট হাসুয়া হাতে করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ভিটের মাঠ নামক স্থানে পৌছানোর পর ধারালো হাসুয়া দিয়ে এসআই উত্তম কুমারের মাথায় পিঠে ও অন্যান্য স্থানে উপর্যুপুরি কুপিয়ে আহত করেন। অন্যান্য র্যাব সদস্যরা তাকে লক্ষ করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়লে সুইটের দু পায়ে ও হাতে ৪টি গুলিবিদ্ধ হয়। পরে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সুইটকে আটক করেন র্যাব সদস্যরা।

স্থানীয় কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন বলেন, ঘটনার সময় র্যাবের পক্ষ থেকে কমপক্ষে ৯ রাউন্ড গুলি করা হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শিরা আমাকে জানিয়েছে। সুইটের দুই পায়ে ও হাতে ৪টি গুলিবিদ্ধ হয়েছে।

র্যাব-১২, সিপিসি মেহেরপুর ক্যাম্প কমান্ডার সিনিয়র এএসপি গোলাম ফারুক জানায়, ফেনসিডিলের একটি চালান বেচাকেনা চলছে এমন সংবাদের

ভিত্তিতে সেখানে র্যাব-১২ এর একটি টিম অভিযান চালাতে যায়। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে র্যাবের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় সুইট। র্যাবের পক্ষ থেকেও আত্মরক্ষার্থে কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে। এক পর্যায়ে গুলিবিদ্ধ সুইটকে ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়েছে।

বর্তমানে র্যাবের উপপরিদর্শক (এসআই) উত্তম কুমার ও গুলিবিদ্ধ সুইটকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।